যুগান্তর

তারিখ 11 SEP 2013
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

শিক্ষা আইন নিয়ে ভাবনা

খসড়া শিক্ষা আইনের ধারা ২(ব)-এর সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, প্রাথমিক শিক্ষা হবে প্রথম শ্রেণী থেকে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত এবং ধারা ৪(৩) মতে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাও এর অন্তর্ভুক্ত হবে। আবার ধারা ৫(১)নং-এ উল্লেখ রয়েছে মানসম্মত শিক্ষার পরিবেশে কার্যকর শিখন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রাথমিক পর্যায়ে সব শিশুর জন্য শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক হবে এবং তা শিশুর অধিকার হিসেবে গণ্য হবে। উপরোক্ত বিষয়টি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, প্রাথমিক শিক্ষা হবে ১০ বছর মেয়াদি (প্রাক-প্রাথমিকসহ) এবং অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক। ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষা যদি অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক হয় তাহলে বেসরকারি রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মতো বেসরকারি মাধ্যমিক/ মাদ্রাসা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোও জাতীয়করণের প্রশ্ন উঠতে পারে। সেক্ষেত্রে মাধ্যমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষকদের কিভাবে আলাদা করা হবে এবং ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের বেতন না নিলে প্রতিষ্ঠান চলবে কিভাবে। এছাড়াও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর শিক্ষকদের ব্যবস্থাপনা ও তদারকির বিষয়টি কিরূপ হবে তা আইনে স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন। ধারা ৪(৩) এবং ২০(২) অনুযায়ী যদি সব সরকারি-বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়-ইবতেদায়ি মাদ্রাসায় প্রাক-প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়/ দাখিল মাদ্রাসায় একাদশ/ দ্বাদশ এবং উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়/ কলেজগুলোয় নবম/ দশম শ্রেণী খোলা হয় তাহলে সেক্ষেত্রে সরকারের কী পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হবে ভেবে দেখা প্রয়োজন। আবার কোনো প্রতিষ্ঠানে যদি অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা না থাকে সেক্ষেত্রে কী ব্যবস্থা গৃহীত হবে তাও আইনে পরিষ্কার করা দরকার। প্রত্যেকটি বিষয় মনে রাখা দরকার, বর্তমান সরকার কিন্তু শিক্ষকদের স্বতন্ত্র বেতন স্কেলের ঘোষণা দিয়ে বেকায়দায় রয়েছে। প্রণীত খসড়া শিক্ষা আইনের প্রস্তাবনায় বলা হয়েছে, শিক্ষা হবে তিন স্তরবিশিষ্ট যথা— প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা। প্রাথমিক শিক্ষা ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত, মাধ্যমিক শিক্ষা ৯ম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত এবং দ্বাদশ শ্রেণীর পরবর্তী শিক্ষা হবে উচ্চশিক্ষা। ধারা ২২(খ) (৫) মতে, দাখিল ও আলিম পর্যায়ে শিক্ষাক্রম অনুমোদন, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যক্রম তদারকি, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নসহ পরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য 'মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদফতর' নামে একটি অধিদফতরের প্রতিষ্ঠা করা হবে। তাই যদি হয় তাহলে ৯ম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর শিক্ষা কার্যক্রম তদারকি, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নসহ পরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য 'মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদফতর' নামে একটি অধিদফতরের প্রতিষ্ঠা জরুরি নয় কি? বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে ভেবে দেখা উচিত। প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা প্রশাসনের ধারা ১৬(১) নং-এ প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষাস্তরের সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা এবং তদারকির জন্য প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের আওতাধীন বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে প্রয়োজনীয় জনবল সমন্বয়ে এক বা একাধিক অফিস থাকবে উল্লেখ থাকলেও মাধ্যমিক শিক্ষা প্রশাসনের ধারা ২৯ নং-এ মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর ব্যবস্থাপনা ও তদারকির জন্য আঞ্চলিক, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে কোনো অফিসের উল্লেখ নেই। আঞ্চলিক, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের শিক্ষা অফিসের জনবলের মাধ্যমে তদারকি ও ব্যবস্থাপনা ছাড়া কখনও মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরের কাঙ্ক্ষিত ফলাফল আশা করা যায় না। ধারা ২৯(১)নং-এ মাধ্যমিক স্তরের সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের একাডেমিক মান ও শিক্ষার্থীদের জন্য নির্ধারিত ব্যয়ের যৌক্তিকতা পর্যালোচনা এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে ক্রমমান প্রদানের লক্ষ্যে 'প্রধান শিক্ষা পরিদর্শক'-এর কার্যালয় স্থাপন করা হবে উল্লেখ রয়েছে এবং ধারা ২৯(৩)-এ বলা হয়েছে, প্রধান শিক্ষা পরিদর্শকের কার্যালয় স্থাপিত হলে বিদ্যমান 'পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদফতর'টির কার্যপরিধি ও সাংগঠনিক কাঠামো প্রয়োজনীয়তার নিরিখে পুনর্বিন্যাস করা হবে। পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদফতর (ডিআইএ) মূলত আমাদের দেশের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর আর্থিক সংশ্লিষ্ট বিষয়টি অডিট/ নিরীক্ষা করে থাকে। বাস্তবে দেখা যায়, প্রয়োজনীয় জনবলের অভাবে ১০ বছরেও কোনো একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নিরীক্ষা/ অডিট করার সুযোগ হয় না। এক্ষেত্রে যদি প্রধান শিক্ষা পরিদর্শকের কার্যালয় পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদফতরের সাংগঠনিক কাঠামোতে অন্তর্ভুক্ত করা হয় তাহলে পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদফতরের মূল কার্যপরিধি হ্রাস পেতে পারে এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অনিয়ম আরও বেড়ে যেতে পারে। তাই 'প্রধান শিক্ষা পরিদর্শক'-এর কার্যালয় বা পদটি 'মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদফতর' আলাদা প্রতিষ্ঠা করে এর সাংগঠনিক কাঠামোতে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। ধারা ২৭(২)নং-এ বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষকে (NTRCA) বিলুপ্ত করে এবং এর জনবল ও সম্পদকে প্রচলিত বিধিমোতাবেক আত্তীকরণ করে পরিবর্তিত রূপে একটি স্থায়ী 'বেসরকারি শিক্ষক নির্বাচন কমিশন' গঠন করা হবে এবং ওই কমিশন সব বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগের ব্যবস্থা করবে উল্লেখ থাকলেও বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের বদলির বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। এটি অন্তর্ভুক্ত হওয়া প্রয়োজন।

ধারা ৩০(২) নং-এ বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা কমিটিতে সভাপতি নির্বাচনের ক্ষেত্রে ন্যূনতম যোগ্যতা নির্ধারণ করা হয়েছে স্নাতক পাস। এই বিষয়টি বাদ দেয়া প্রয়োজন। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষক নিয়োগের যোগ্যতার বিষয়ে ন্যূনতম জিপিএ-২.৫ কে দ্বিতীয় বিভাগের সমমান বলা হয়েছে। অথচ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জিপিএ-এর সঙ্গে বিভাগের সমতা বিধানের সার্কুলারে জিপিএ-২ থেকে ৩-এর কমকে দ্বিতীয় বিভাগ উল্লেখ রয়েছে। তাই ওই বিষয়টি প্রস্তাবিত খসড়া শিক্ষা আইনের সঙ্গে সাংঘর্ষিক হবে কিনা ভেবে দেখা উচিত। শিক্ষা আইনের তফসিল ১ : অপরাধ ও শাস্তির বিধানে অর্থদণ্ড বা কারাদণ্ডের বিষয়টি বিলুপ্ত করে সরকারি কর্মচারীদের জন্য প্রযোজ্য বিধিবিধানের আওতায় শাস্তির বিধান সংযোজন করা যেতে পারে।

মোস্তাফিজুর রহমান ভূঞা
উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসের
[illegible]
[illegible]@yahoo.com